তারিখ ... 31 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১...৬... কলাম ...২...

যুগান্তর

শরণখোলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারে ব্যাপক অনিয়ম

বাগেরহাট প্রতিনিধি

জেলার শরণখোলায় ২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ৩০ জুনের মধ্যে জরাজীর্ণ ওই স্কুলগুলো মেরামতের নির্দেশনা থাকলেও তা কার্যকর করেননি অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা। শরণখোলা উপজেলা ৪টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ২৩টি সরকারি জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ২৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ টাকা ওই উপজেলার উত্তর খোন্তাকাটা, সিএসবি রেজিঃ, হোগপাতি রেজিঃ, সাউথখালী বাবলাতলা, ২৯নং সাউথখালী, চাল রায়েন্দা, উত্তর তাফালবাড়ী, নলবুনিয়া রেজিঃ, রাজাপুর, ধানসাগর নলবুনিয়া, সুন্দরবন রেজিঃ, বাদাল, খোন্তাকাটা, দক্ষিণ খোন্তাকাটা রেজিঃ, দক্ষিণ ধানসাগার রেজিঃ, বিকে নিম্ন মাধ্যমিক, আদর্শ শিশু রেজিঃ, পশ্চিম খোন্তাকাটা রেজিঃ, পশ্চিম ধানসাগর রেজিঃ, ১৫নং রাজৈর, টিটি অ্যান্ড ডিসি, ১৪নং মঠের পাড় বালিকা ও খোন্তাকাটা ইউনাইটেড রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ২৩টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কাছে চেক মারফত প্রদান করেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। সরেজমিনে দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা পরিষদের সভাপতিদের যোগসাজশে সামান্য কিছু কাজ করে বাকি টাকা ভাগাভাগি করা হয়েছে। দেড় দুই হাজার ইটের কাজ করেই অধিকাংশ বিদ্যালয় থেকে সংস্কার কাজের সমাপ্তি দেখিয়ে বিল ভাউচার জমা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে খোন্তাকাটা এলাকার একটি বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষক বলেন, তার বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্য ৮৪ হাজার টাকা সরকারি বরাদ্দ থাকলেও তিনি হাতে পেয়েছেন মাত্র ৫৬ হাজার টাকা। বাকি টাকা সরকারি ভ্যাট ও ঘুষের কাজে ব্যয় হয়েছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বরাদ্দ পেতে হলে নাকি ওপর মহলে তদবির করতে টাকার প্রয়োজন। অন্যথায় বরাদ্দ পাওয়া যায় না। মঠের পাড় বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি ও উপজেলার দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান আ. সাত্তার আকন বলেন, বিদ্যালয় সংস্কার কিংবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কখন কী বরাদ্দ আসে তা প্রধান শিক্ষক তাকে অবগত করেন না। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার জানান, সরকারি বরাদ্দের টাকা নিয়ে কেউ কাজ না করে আত্মসাতের চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। উপজেলা প্রকৌশলী চন্দন কুমার চক্রবর্তী জানান, মেরামত কাজের খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে।